বিশেষ ক্রোড়পত্র

মূল্য সংযোজন ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর সুবিধা

পণ্যের মূল্য ও ব্যবসার খরচ কমবে

প্রকৃত ভ্যাট হিসাব করার ফলে পণ্যের উপর ভ্যাট প্রায় ৬-১০% কমে যাবে। এতে ক্রেতা/ভোক্তার খরচসহ ব্যবসায়ের খরচও কমবে।

পদ্মা সেতু

অনলাইন নির্ভর ভ্যাট ব্যবস্থা

নিবন্ধন, ভ্যাট পরিশোধ, রিটার্ন দাখিল, আপিল আবেদন দাখিল অনলাইনে হবে।

রূপপুর পারমানবিক প্রকল্প

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর উপর ভ্যাট নেই

নতুন ভ্যাট আইনে ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে (বর্তমানে বাৎসরিক ৩০ লাখ টাকার নিচে যার বিক্রয় রয়েছে) ভ্যাট দিতে হবে না।

নির্মাণাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভবন

রেয়াতের পরিধি বিস্তৃতি ও সহজিকরণ

ব্যবসায়ী প্রায় সকল উপকরণের বিপরীতে রেয়াত পাবেন এবং কেবল ক্রয় চালান দিয়ে রেয়াত নিতে পারবেন।

ঢাকা চট্টগ্রাম ৪ লেন বিশিষ্ট হাইওয়ে

স্বনির্ধারণী কর ব্যবস্থা

করদাতার ভ্যাট অফিসে যাবার দরকার নেই ; নিজের কর নিজেই হিসাব করে জমা করতে পারবেন।

কর্ণফুলী টানেল

কনটাক্ট সেন্টার সাপোর্ট

করদাতাগণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্টের কল সেন্টার থেকে ১৬৫৫৫ ও ০৯৬৭৮০১৬৫৫৫ নম্বরে সবধরণের সেবা পাবেন।

ইন্টারনেট না থাকলে VOSC

অনলাইনে সেবা নেয়ার সুযোগ না থাকলে নিকটস্থ VAT Online Service Centre (VOSC) হতে সেবা গ্রহণ করা যাবে।

আবদুল মাতলুব আহ্মাদ
সভাপতি,
এফবিসিসিআই

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন করের গুরুত্ব অপরিসীম। এফবিসিসিআই-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা বর্তমানে উচ্চমাত্রায় পৌঁছেছে। এতে করদাতাদেরকে যেমন তাদের কাঙ্খিত সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে, তেমনি সরকারের রাজস্ব আহরণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূসকের আওতা বৃদ্ধি এবং মাঠ পর্যায়ে ভোগান্তি হ্রাস করার লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন-২০১২ বাস্তবায়নে বিভিন্ন জেলা চেম্বার এবং খাতভিত্তিক এসোসিয়েশনকে সাথে নিয়ে এফবিসিসিআই ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চলমান কার্যক্রম আগামীতেও আরও জোরালো হবে।

সালাহ উদ্দিন আলী আহমদ
সভাপতি
দি সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট রাজস্ব আহরণের একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করবে। ইতোপূর্বে ভ্যাট প্রদানের জন্য ব্যবসায়ীদেরকে সশরীরে ভ্যাট অফিসে যেতে হতো এবং অনেকগুলো কাগজ জমা দিয়ে ভাট প্রদান করতে হতো। কিন্তু ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্টের আওতায় ব্যবসায়ীগণ ঘরে বসে অনলাইনের মাধ্যমে স্বনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় নিজ নিজ ভ্যাট প্রদান করতে পারবেন। এতে যেমন সময় বাঁচবে তেমনি ব্যবসায়ীগণ অনেক

ভ্যাট সম্পর্কে সহজ ধারণা

ভ্যাট কী?
উত্তর: ভ্যাট হলো পরোক্ষ কর, একটি স্বনির্ধারণী ব্যবস্থা। বিক্রিত পণ্য বা সেবার ওপর প্রদেয় করের বিপরীতে উপকরণ কর সমন্বয় করে পণ্য বা সেবার প্রতিটি মূল্যস্তরের প্রকৃত সংযোজনের ওপর আরোপিত 'কর'ই ঐ পণ্য বা সেবার মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট।

বাংলাদেশে কখন ভ্যাট চালু হয়?
উত্তর: ১৯৯১ সালের ১ জুলাই মূল্য সংযোজন কর চালু হয়।

ভ্যাটের হার কত?
উত্তর: বাংলাদেশে ভ্যাট বা মূসকের আদর্শ হার ১৫%। আমদানি ও সরবরাহের ক্ষেত্রে ১৫%। রপ্তানির ক্ষেত্রে ০%।

কে ভ্যাট সংগ্রহ করেন?
উত্তর: ভ্যাট দিচ্ছেন ক্রেতা বা ভোক্তা। ব্যবসায়ী পণ্য বা সেবা বিক্রি করে ভ্যাট সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা দেবেন। সুতরাং ভ্যাট ব্যবসায়ী নিজে পরিশোধ করছেন না।

কেন ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়?
উত্তর: দেশের নাগরিকের কর রাষ্ট্রের অধিকার। পৃথিবীর সব দেশের নাগরিক কর দেন। কর দেয়া সব নাগরিকের আইনি ও নৈতিক দায়িত্ব। করের টাকা ছাড়া দেশ উন্নত হবে না।

ভ্যাট কিভাবে আরোপিত হয়?
উত্তর: ভ্যাট আরোপযোগ্য আমদানি এবং করযোগ্য সরবরাহের ওপর ভ্যাট আরোপিত হয়। ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিলে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য ও সেবা ছাড়া অন্য সব পণ্য ও সেবার উপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপিত হবে।

কত টাকা বিক্রি পর্যন্ত ভ্যাট নেই?
উত্তর: বিক্রি ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে ভ্যাট নেই।

৩% ভ্যাট কত টাকা বিক্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
উত্তর: টার্নওভার ৩০ লক্ষ টাকার বেশী ৮০ লক্ষ টাকার কম হলে

ভ্যাট হতে কে সুবিধা পায়?
সংগৃহীত ভ্যাট দেশের উন্নয়নে ও দেশ পরিচালনার ব্যবহার হয়। ভ্যাট পরিশোধের সুবিধা দেশের জনগণই ভোগ করে।

ভ্যাট কে দেবেন?
উত্তর: পণ্য বা সেবার ক্রেতা/ভোক্তা দেবেন। ব্যবসায়ী বা বিক্রেতা বিক্রির প্রতিটি স্তরে ক্রেতার কাছ থেকে ভ্যাট আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দেন। তাই ভ্যাট ব্যবসায়ী/বিক্রেতা দেন না।

কিভাবে বুঝব যে, আমার ব্যবসায়ে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কিনা?
উত্তর: ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিলে বর্ণিত পণ্য ও সেবা ছাড়া সকল পণ্য ও সেবার ব্যবসা করলে।

নতুন ভ্যাট আইনের আওতায় কর কী?
উত্তর: ভ্যাট, টার্নওভার কর, সম্পূরক শুল্ক ও বকেয়া আদায়ের সুদ, জরিমানা ও অর্থদণ্ড।

এম.এস সিদ্দিকী
লিগ্যাল ইকোমিস্ট
সভাপতি
বাংলাদেশ ইনডেন্টিং এসোসিয়েশন

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ অত্যন্ত ব্যবসা-বান্ধব। এ আইন সংগঠিত অর্থনৈতিক খাতকে আরো সুসংহত করবে। আমি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে নিয়মিত ভ্যাট পরিশোধ ও ভ্যাট বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য আহবান জানাই।

মোঃ আখতারুজ্জামান আপেল
চীফ এক্সিকিউটিভ
ডিজিটাল এজ্ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ট্রেডিং কোম্পানি

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ আমার কাছে খুবই যৌক্তিক, স্বচ্ছ, সাবলীল, সময়োপযোগী এবং সহজ মনে হয়েছে। এতে ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি কমবে। নতুন ভ্যাট আইনের দ্রুত বাস্তবায়ন হোক। সকল স্তরের ব্যবসায়ীদের নিবন্ধনের সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

খান মাহবুব
পরিচালক
বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক বিক্রেতা সমিতি

নতুন ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইন ১৯৯১ সালের নিয়ন্ত্রণমূলক ও রক্ষণশীল আইনের তুলনায় ব্যবসা-বান্ধব ও সরল। নতুন করদাতার সম্মান ও উন্নয়নের নানা উপকরণ নতুন আইনে দৃশ্যমান। মধ্যম আয়ের দেশ গঠন ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে করদাতাদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা বিবেচনায় এনে জনবান্ধব এই আইন প্রবর্তন করা হয়েছে।

ভ্যাট দিয়ে গড়ব দেশ
বাংলা হবে সোনার দেশ

মতিউর রহমান
সম্পাদক,
প্রথম আলো

মূল্য সংযোজন ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ পুরনো ১৯৯১ সালের আইনের জটিলতা কাটিয়ে ব্যবসায়িক লেনদেনে স্বচ্ছতার বৃদ্ধি করবে। করদাতারা ন্যায্য কর রেয়াত পাবে। অনলাইনে কর দেয়ার সুযোগ হলে করদাতার সংখ্যা ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে। করদাতারা নিজের হিসাবের বিস্তারিত অনলাইনে দেখবেন, নিজের সমস্যা তৎক্ষণাৎ সমাধান করবেন। এতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অনেকখানি নিরসন হবে।

কামরান বকর
চেয়ারম্যান
ও
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড

নতুন ভ্যাট আইন অনেক বেশী আধুনিক, গতিশীল, ব্যবসা-বান্ধব ও আন্তর্জাতিক মানের। এটি ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় ও জটিলতা কমিয়ে সুষ্ঠু ও বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ তৈরীর মাধ্যমে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করবে।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ১৯৯১	ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২
ভ্যাট আরোপের ক্ষেত্র	• আমদানি পর্যায় • উৎপাদন পর্যায় • সেবা পর্যায় ও • ব্যবসায় পর্যায়	• আমদানি পর্যায় • সরবরাহ পর্যায়
ভ্যাট আরোপের জন্য টার্নওভারসীমা (Threshold)	• ১টি সীমা (৮০ লক্ষ টাকার নিবন্ধনসীমা) • ৮০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক টার্নওভারের সকল প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্তি	• ২টি সীমা • ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভ্যাট নেই • ৩০ লক্ষের ওপর কিন্তু ৮০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৩% টার্নওভার কর প্রযোজ্য
ভ্যাট হার	• আদর্শ হার ১৫% • রপ্তানি ০% • সংকুচিত মূল্যে ১.৫% হতে ১০% পর্যন্ত • বহু হার বিশিষ্ট মূসক ব্যবস্থায় করের পৌণঃপুণিকতা থাকে	• আদর্শ হার ১৫% • রপ্তানি ০% • কোনো সংকুচিত ভিত্তিমূল্য ভিত্তিক হার নেই • একক হার বিশিষ্ট ভ্যাট ব্যবস্থায় করের পৌণঃপুণিকতা থাকবে না
নিবন্ধন ও তালিকাভুক্তি	• একটি কোম্পানির একাধিক শাখার একাধিক নিবন্ধন প্রযোজ্য • ১১ ডিজিটের বিআইএন ইস্যু হবে • ব্যবসায়ের ঠিকানা পরিবর্তন হলে বিআইএন পরিবর্তন • নিবন্ধনের জন্য অনেক রকম দলিলাদি প্রয়োজন	• একটি কোম্পানির একাধিক শাখা হলেও একটি নিবন্ধন প্রযোজ্য • ৯ ডিজিটের বিআইএন ইস্যু হবে • ঠিকানা পরিবর্তন হলেও বিআইএন পরিবর্তন হবে না • নিবন্ধনের জন্য দলিলাদি প্রয়োজন নেই
ভ্যাট আরোপের জন্য মূল্য ও ভ্যাট হিসাবের ভিত্তি	• উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে ঘোষণা অনুমোদন • সংকুচিত মূল্য নির্ধারণ, সংকুচিত হারে ভ্যাট • উৎপাদন পর্যায়ে ট্যারিফ মূল্যে ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য • কিছু ক্ষেত্রে থোক কর ব্যবস্থা আছে (এমএস পণ্য, প্যাকেজ ভ্যাট ব্যবস্থা) • ভ্যাটসহ এবং ভ্যাট-ব্যতীত মূল্য ব্যবস্থা	• সরবরাহ মূল্যই ভ্যাটমূল্য। প্রকৃত বিক্রি মূল্যই ভ্যাট আরোপের ভিত্তি হবে • সংকুচিত মূল্য, ট্যারিফ মূল্য ব্যবস্থা নেই • কোনো থোক কর ব্যবস্থা নেই • সকল ক্ষেত্রে সরবরাহ মূল্য হবে করসহ মূল্য।
রেয়াত , ফেরত ও প্রত্যর্পণ	• রেয়াত ব্যবস্থাটি সংকুচিত ও শর্ত সাপেক্ষে প্রযোজ্য • সরাসরি ব্যবহৃত উপকরণের উপরে শুধু রেয়াত • নিজস্ব ভবন নির্মাণসহ মূলধনী বিনিয়োগে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যায় না • ফেরত-এর ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ • ফেরত প্রদান প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল, সিএজি দপ্তর হতে ফেরতের চেক গ্রহণ • রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের উপকরণের শুল্ক-কর ডেডো হতে প্রত্যর্পণ গ্রহণ	• রেয়াত ব্যবস্থার ক্ষেত্র বিস্তৃত ও শর্তহীন • অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অংশ হলেই রেয়াত পাওয়া যায় • ক্রয়কৃত সকল সরবরাহের বিপরীতে ১০০% রেয়াত পাওয়া যাবে • নিজস্ব ভবন নির্মাণসহ সকল মূলধনী বিনিয়োগের জন্য উপকরণ কর রেয়াত • ফেরত-এর ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত • ফেরত প্রক্রিয়া সহজ, দাখিলপত্রই ফেরতের আবেদন
হিসাব-রক্ষণ পদ্ধতি	• আধুনিক হিসাব রক্ষণ ব্যবস্থা অনুসরণ • নগদ ভিত্তিক ও বকেয়া-হিসাব ভিত্তিক দ্বৈত হিসাব • একাধিক বিআইএন থাকলে তাকে একাধিক হিসাব • শাখায় পণ্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রেও কর পরিশোধ • কৃত্রিম সরবরাহ তৈরি • ভ্যাটের হিসাব ব্যবসার হিসাবে অমিল। ফলে ২ সেট হিসাব ছিল • ভ্যাটের হিসাব ও ব্যবসার হিসাবে মিলানো হয় না • সপ্তাহে একবার ভ্যাট চালানের কপি সার্কেলে জমা • বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরণের চালান ইস্যু	• আধুনিক হিসাব রক্ষণ ব্যবস্থা অনুসরণ • বকেয়া-ভিত্তিক দ্বৈত এন্ট্রি হিসাব ভিত্তিক ব্যবস্থা • একাধিক বিআইএন নেই। তাই একক হিসাব • শাখায় পণ্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে চালান দিতে হয়। ভ্যাট পরিশোধ করতে হয় না • কৃত্রিম সরবরাহ তৈরির সুযোগ নেই • একজন ব্যবসায়ী একসেট হিসাবই রাখবেন। • ভ্যাটের হিসাব সহজেই মিলানো সম্ভব • চালান সার্কেলে জমা দিতে হবে না • নির্ধারিত ফরমের তথ্যসহ নিজস্ব পদ্ধতিতে হিসাব রাখার সুযোগ আছে • বিক্রয়ের একটিই চালান হবে
কর পরিশোধ পদ্ধতি	• অগ্রীম পরিশোধ পদ্ধতি • অনলাইনে ভ্যাট পরিশোধের সুযোগ নেই • প্রতি কর মেয়াদে একাধিকবার ভ্যাট পরিশোধের সুযোগ • প্রদেয়, রেয়াত, ট্রেজারি জমার জন্য চলতি হিসাব সংরক্ষণ • চলতি হিসাবে টাকা না থাকলে সরবরাহ প্রদান করা যায় না	• বকেয়া পরিশোধ পদ্ধতি • অনলাইনে ভ্যাট পরিশোধের সুযোগ • প্রতি করমেয়াদে দাখিলপত্র জমার পূর্বে একবার ভ্যাট পরিশোধের সুযোগ • চলতি হিসাব নেই • সরবরাহের সময় সরকারকে কোনো ভ্যাট দিতে হয় না • আদায়কৃত ভ্যাটের টাকা ব্যবসায়ী দাখিলপত্র জমার পূর্ব পর্যন্ত ব্যবহার

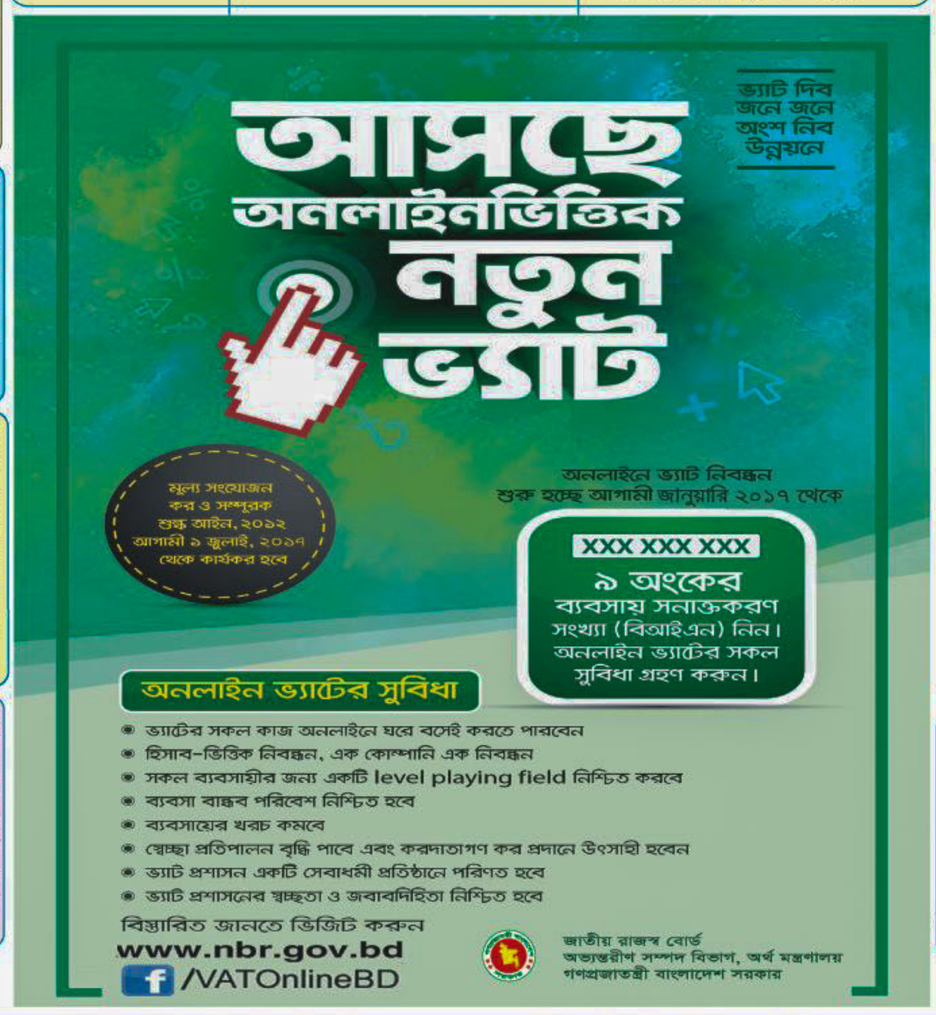

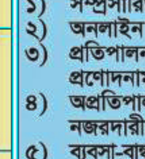

সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর
প্রেসিডেন্ট
মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাষ্ট্রিজ লিঃ

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট ব্যবসা বান্ধব। এটি কার্যকর হলে ব্যবসায়ীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, ভালভাবে কর প্রদান করতে পারবে এবং করদাতা ও রাজস্ব বোর্ডের মধ্যে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে। এ আইন ভ্যাট কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হ্রাস করবে। তবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা মনে করছেন তারা খানিকটা চাপে পড়বেন। আইনটি কার্যকর করার পূর্বে ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় ও পরিচিত করানো আবশ্যক।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কেন উৎকৃষ্ট

মৌলিক বৈশিষ্ট্য

১) সম্প্রসারিত করভিত্তি
২) অনলাইন ভিত্তিক কর ব্যবস্থা
৩) প্রতিপালনকারী (compliant) এর জন্য প্রণোদনামূলক
৪) অপ্রতিপালনকারী (non-compliant) এর জন্য নজরদারীমূলক
৫) ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত হবে ব্যবসার খরচ কমবে
৬) প্রকৃত বিক্রি মূল্যের ভিত্তিতে কর নির্ধারিত হবে
৭) করের পৌণঃপুণিকতা হ্রাস পাবে
৮) নিয়মিত হিসাবই ভ্যাট নির্ধারণের ভিত্তি হবে
৯) হিসাব-ভিত্তিক নিবন্ধন, একটি কোম্পানির জন্য একটিই নিবন্ধন প্রযোজ্য
১০) সহজ রেয়াত পদ্ধতি। সর্বক্ষেত্রে বিক্রয়ের উপর রেয়াত নিতে পারবেন।
১১) ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাত (এসএমই) উৎসাহিত
১২) ব্যবস্থাটি অনলাইন-ভিত্তিক হলেও ছোট ছোট করদাতাদের সুবিধার্থে সনাতন পদ্ধতিও সমান্তরালভাবে চালু থাকবে
১৩) আগাম ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। লেনদেনের সর্বোচ্চ ৪৫দিনের মধ্যে করলেই হবে।
১৪) পরের মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কর পরিশোধ দাখিলপত্র প্রদান

সুভাষ সিংহ রায়
সাবেক সহসভাপতি
বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল
ও
রাজনৈতিক বিশ্লেষক

অনলাইনে ভ্যাট ব্যবস্থার ফলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সর্বক্ষেত্রে ডিজিটালকরণের আরেক ধাপ নতুন যোগ হলো। নতুন ভ্যাট আগের চেয়ে সহজ সরলই মনে হচ্ছে। কাস্টমার ভ্যাট দিচ্ছে। ব্যবসায়ী সেটা নিয়ে সরকারকে দিয়ে দেবে। এতে আমি কোন সমস্যা দেখি না। ভ্যাট অনলাইনে করার জন্য এনবিআরকে সাধুবাদ।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর বিষয়ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য

নিবন্ধন ও তালিকাভুক্তি
- বছরে ৮০ লক্ষ টাকার ওপর বিক্রি হলে নিবন্ধন
- একটি কোম্পানির জন্য একটি ভ্যাট নিবন্ধন
- নিবন্ধনের জন্য কোনো কাগজ-পত্র জমা লাগে না
- অনলাইনে নিবন্ধন নেয়া যাবে
- ইন্টারনেট না থাকলে VAT Online Service Center (VOSC) থেকে সেবা নিতে পারেন।
- স্বেচ্ছায় যে কেউ নিবন্ধন নিতে পারেন

সরবরাহের মূল্য
- সকল বিক্রির মূল্য ভ্যাটসহ (VAT Inclusive) নির্ধারণ
- প্রকৃত বিক্রির ভিত্তিতে ভ্যাট নির্ধারণ
- মূল্য ঘোষণার প্রয়োজন নেই, ট্যারিফ/সংকুচিত ভিত্তিমূল্য ও নেই
- প্রকৃত মূল্যই হবে ভ্যাট হিসাবের জন্য ভিত্তিমূল্য
- Unlimited Discount দেয়া যাবে, হ্রাসকৃত মূল্যের মধ্যেই ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত

হিসাবরক্ষণ
- রেয়াত ভিত্তিক সহজ হিসাব ব্যবস্থা
- ব্যবসার সাধারণ হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য
- আলাদা হিসাব সংরক্ষণের দরকার নেই
- নিয়মিত হিসাবে ভ্যাটের জন্য দরকারী কিছু তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে
- একটি কোম্পানির জন্য একটি হিসাব
- চলতি হিসাব ব্যবস্থা নেই। তাই অগ্রিম কর পরিশোধ করতে হবে না
- কর চালানপত্রের ভিত্তিতে মাস শেষে করের হিসাব হবে
- বকেয়া ভিত্তিক হিসাব (accrual basis accounting) অনুসরণ করা হবে

রেয়াত
পণ্য বা সেবার উপর রেয়াত নেয়া যাবে

ভ্যাট পরিশোধ পদ্ধতি
- দাখিলপত্র জমার সময় বা পূর্বে ভ্যাট পরিশোধ
- পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ভ্যাট পরিশোধ
- ভ্যাটের টাকা সর্বোচ্চ ৪৫ দিন নিজের কাছে রাখতে পারবেন
- সনাতন পদ্ধতি/অনলাইনে ভ্যাট দেয়া যাবে অনলাইনে পরিশোধ অগ্রাধিকার পাবে

দাখিলপত্র
- অনলাইনে ভ্যাট দাখিলপত্র পেশ
- অনলাইনে দাখিলপত্র পেশ করার সুযোগ না থাকলে VAT Online Service Center (VOSC) ব্যবহার
- ভ্যাট অফিসে দাখিলপত্রও দেয়া যাবে
- দাখিলপত্রই হবে ভ্যাট হিসাবের একমাত্র দলিল

রিফান্ড
- দাখিলপত্রই রিফান্ডের আবেদন হবে, আলাদা আবেদনের প্রয়োজন নেই
- আবেদনের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে রিফান্ড প্রদান করা হবে
- আবেদনের ৩ (তিন) মাসের নিষ্পত্তি।
- রিফান্ডের অর্থ সরাসরি করদাতার ব্যাংক একাউন্ট-এ পাঠানো হবে
- অনলাইনে আপিল ও এডিআর- এর আবেদন করা যাবে। অনলাইনে মামলার রায় পাওয়া যাবে

মোঃ টি.এইচ ফরহাদ
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর
গ্রীণ ডেলটা ইন্সুরেন্স কোং লিমিটেড, ঢাকা।

নতুন অনলাইন ভ্যাট ব্যবস্থাপনায় ব্যবসা করতে হলে ইন্টারনেট লাগবে- যা দেশে প্রযুক্তি বিপ্লব ঘটাবে। কারো বিক্রি ৩০ লক্ষ টাকার নিচে হলে ভ্যাট নেই। এটা ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য এনবিআরের বড় প্রণোদনা।

"কেনার সময় চালান লয়, ভ্যাট স্মার্ট তারেই কয়"

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নয়, ক্রেতা ভ্যাট দেন

সর্বশেষ ভোক্তা / ক্রেতা পর্যায়ে 'কর-ভার' পড়ে। ফলে ব্যবসায়ী ভ্যাট দিচ্ছেন না বরং ক্রেতা থেকে নিয়ে সরকারের কোষাগারে জমা দেন।

মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প

করভার কমবে

প্রকৃত কর আদায় হবে বলে সর্বশেষ ক্রেতা/ভোক্তার উপর করের ভার কম হবে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্প

ব্যবসায়ের সময় ও খরচ সাশ্রয়

ম্যানুয়াল ও অতিরিক্ত রেকর্ডস সংরক্ষণের দরকার নেই। অফিসে বা ব্যাংকে যেতে হবেনা, এতে ব্যবসার খরচ ও টার্নএরাউন্ড টাইম

ভ্যাট পরে পরিশোধের সুযোগ

ভ্যাট দাতাগণকে আগেই ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না এবং ব্যবসার পর সর্বোচ্চ ৪৫ দিন পরে জমা দিলেই হবে।

মেট্রোরেল

Online এ দাখিলপত্র পেশ

মাস শেষে হিসাব করে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কর পরিশোধ ও Online এ দাখিলপত্র জমা দেয়া যাবে।

কাস্টম হাউজ চট্টগ্রাম

একটি মাত্র নিবন্ধন

হিসাব-ভিত্তিক নিবন্ধন এবং একটি কোম্পানির জন্য একটি নিবন্ধনই প্রযোজ্য।

জনকল্যাণে রাজস্ব

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

সৌজন্যেঃ ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প (VAT Online Project)